নবসাক্ষর সাহিত্যমালা

পালোয়ানের ঢোল

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'

অনুবাদ
ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

ছবি
জগদীশ জোশী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

গাঁয়ের সব লোকই লুট্‌টন সিং পালোয়ানকে চিনত। নিজেরা বলাবলি করত, লুট্‌টন পালোয়ানকে গোটা দুনিয়ার লোক চেনে। তবে, এখানে গোটা দুনিয়া মানে গ্রাম ছাড়িয়ে জেলা তক।

নয় বছর বয়সে লুট্‌টনের মা-বাবা মারা যায়। তবে, তার আগেই লুট্‌টনের বিয়ে হয়ে যায়। বিধবা শাশুড়ি ওকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করে তোলে। ছোটবেলায় সে গোরু চরাত। দুধ খেত। আর, ব্যায়াম করত। নিয়মিত কসরৎ করার ফলে ওই বয়েসেই ওর ছাতি আর হাতের গুলি ইয়া হয়ে উঠেছিল। একটু জোয়ান বয়েসে, সে নিজেকে এক বড় পালোয়ান বলে মনে করল। লোকে একটু ভয়-ভয় চোখে দেখছে বুঝতে পারল। ব্যাস্‌, দু হাত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ফাঁক করে, বুক চিতিয়ে সে এবার

পুরো পালোয়ান ঢঙে হাঁটা-চলা করতে লাগল। এ ছাড়া, নিয়মিত কুস্তি করে যেতে লাগল।

একবার সে শ্যামনগরের মেলায় গেল। মেলায় জোর কুস্তি-লড়াই হয়। পালোয়ানদের কুস্তি আর হাঁক ডাক দেখে ওর আর আশ মেটে না। গায়ের জোর আর প্যাঁচ-পয়জার দেখে তার নেশা লেগে গেল। কোনো-কিছু না ভেবে সে ঠিক করে নিল, সে-ও লড়বে।

কুস্তির দলে সবচেয়ে বড় পালোয়ান চাঁদ সিং -- 'বাঘের বাচ্চা'। লুট্‌টন বাঘের বাচ্চার সঙ্গে লড়বে বলে ঠিক করল। চাঁদ সিং -- ওর গুরু বাদল সিং-এর সঙ্গে এই প্রথম পাঞ্জাবের বাইরে, শ্যামনগরে এসেছে। গাট্টা গোট্টা চাঁদ সিং একেবারে পাট্টা জোয়ান। তিন দিনের মধ্যে পাঞ্জাবী আর পাঠান পালোয়ানদের চিৎপটাং করে সে 'বাঘের বাচ্চা' খেতাব পেয়েছে। কুস্তির আখড়ায় চাঁদ সিং তাই দুলকি চালে চলাফেরা করছিল। আর, মাঝে মাঝে বাঘের মতো হালুম করছিল।

শ্যামনগরের বুড়ো রাজাসাহেব চাঁদ সিংকে দরবারে রেখে দেবেন বলে ঠিক করছিলেন। এমন সময়,

লুট্‌টন বলে উঠল, চাঁদের সঙ্গে সে লড়বে। চাঁদ সিং প্রথমে লুট্‌টনকে দেখে হাসল—তারপর বাঘের মতো ছুটে গেল। গিয়েই মারল এক ধাক্কা।

ব্যাপার দেখে লোকদের চোখ ছানাবড়া! ওরা বলতে লাগল : 'পাগল আর কাকে বলে—মরার জন্য পাখনা গজিয়েছে।'

তারপরই, 'সাবাশ!' লুট্‌টন চাঁদ সিং-এর ধাক্কা থেকে চমৎকারভাবে নিজেকে কাটিয়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাঁয়তাড়া কস্‌তে লাগল।

রাজাসাহেব কুস্তি বন্ধ করে দিলেন। লুট্‌টনকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'তোমার গায়ে জোর আছে ঠিকই কিন্তু চাঁদের সঙ্গে লড়তে যেও না।' দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বললেন, 'যাও—মেলা দেখে বাড়ি যাও।'

লুট্‌টন কিন্তু রাজাসাহেবের কথায় রাজি হলো না। দুই হাত জোড় করে প্রার্থনা জানাল, 'আপনি হুকুম করুন হুজুর—আমি লড়ব।'

'ধ্যুৎ! পাগল নাকি? যাও.....

রাজাসাহেবের ম্যানেজার থেকে দারোয়ান সবাই মিলে লুট্‌টনকে বকাবকি করল: 'চাঁদের সঙ্গে লড়তে

যেও না, বাপু—প্রাণটা চলে যাবে—ও হলো গিয়ে বাঘের বাচ্চা—রাজাসাহেবের বারণ শোনো—'

তবুও লুট্‌টন জোড় হাতে বলল, 'হুকুম দিন হুজুর- নইলে আমি পাথরে মাথা ঠুকে মরব।' এতক্ষণ অবধি ঢোলের বাজনা বন্ধ ছিল। লোকেও রেগে উঠছিল। কেউ কেউ গালাগাল দিল। কেউ-বা আবার লুট্‌টনের হয়ে বলল, 'ওকে লড়তে দিন।'

চাঁদ সিং আখড়ায় দাঁড়িয়ে হাসবার চেষ্টা করছিল। প্রথম ধাক্কাতেই সে লুট্‌টনের গায়ের জোর আন্দাজ করে নিয়েছিল।

রাজাসাহেব আর কী করেন। শেষটায় রাজি হলেন। বললেন, 'যাও—লড়ো তাহলে।'

ঢোল বেজে উঠল। দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে গেল। চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। দোকানদাররা ঝাঁপ ফেলে দৌড়ে এলো। 'চাঁদ সিং-এর জুড়ি! বাঘের বাচ্চার কুস্তি!'

ঢোলের আওয়াজে বোল ফুটল। চট্ ধা—গিড় ধা—চট ধা—গিড় ধা—। লুট্‌টন যেন ঢোলের বোল বুঝতে পারল; চট ধা—ভিড়ে যা—গিড় ধা—যা যা ভিড়ে যা! ঢোলই যেন লুট্‌টনকে প্রথম বাহবা দিল : তাক্

দিন, তাক্ দিন—বাহাদুর! বাহাদুর!

লুট্‌টনকে চাঁদ তখন জোর একটা প্যাঁচ মেরেছে। লোক হাততালি দিয়ে উঠল: 'গেল! গেল! আরে বাবা–ওর নাম চাঁদ সিং–বাঘের বাচ্চা–হালুয়া হয়ে যাবে একেবারে!'

ঢোলের আওয়াজ কিন্তু সাহস দিল লুট্‌টনকে– 'চট-গিড়-ধা-চট-গিড়ধা-' মানে, 'ভয় পেও না - ভয় পেও না...'

লুট্‌টনের চোখ তখন বেরিয়ে আসার জোগাড়। দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুক ফেটে যাচ্ছে। রাজাসাহেব আর অন্য লোকেরা চাঁদের হয়ে হাতে তালি মারছে। কিন্তু লুট্‌টন বেচারাকে সাহস দেওয়ার কেউ নেই। শুধু ঢোল ছাড়া। ঢোলের আওয়াজেই গায়ের জোর আর মার-প্যাঁচের যেন পরীক্ষা চলছিল। হঠাৎ ঢোল হালকা করে বলে উঠল, 'তাক ধিনা—তাক ধিনা—তিরকট তিনা—তিরকিট তিনা' অর্থাৎ, 'পালটা প্যাঁচ মেরে বেরিয়ে আয়! বেরিয়ে আয়! তিরকিট তিনা!'

অবাক কান্ড! লোক হকচকিয়ে গেল। লুট্‌টন এক পালটি খেয়ে চাঁদের ঘাড় ধরে ফেলেছে।

লোকজন বাহবা দিল, 'সাবাশ! সাবাশ!'

মোটা আর ভরাট আওয়াজে ঢোলের বোল উঠল, চটাক-চট-ধাঁ চটাক-চট-ধাঁ! মানে, 'চিৎ করে ফেল! চিৎ করে ফেল!'

লুট্‌টন চালাকি করে প্যাঁচ একটু আলগা করল। তারপর চাঁদকে ধরে মাটির ওপর আছড়ে ফেলল।

ঢোলের আওয়াজও বদলে গেল — 'ধিক ধিনা, ধিক ধিনা—তা ধিন তা ধিন-চিৎ-চিৎ-চিৎ!' লুট্‌টন এবার চাঁদকে সাপটে ধরে চিৎ করে ফেলল।

ঢোল এবার লুট্‌টনকে বাহবা দিল। বোল উঠল: 'বাহাদুর! বাহাদুর! – ধা গিড় গিড়, ধা গিড় গিড়...'

লুট্‌টনের এই জেতায় চারদিকে জয়-জয়কার পড়ে গেল। আকাশ অবধি সেই জয়ধ্বনি পৌঁছে গেল। লুট্‌টন আনন্দে নাচতে লাগল। লাফাতে লাগল। কিন্তু সে সবার আগে গেল, যে ঢোল বাজাচ্ছিল তার কাছে। ঢোলটাকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। তারপর, রাজসাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিল। রাজা সাহেবের কাপড় ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেল। ম্যানেজার সাহেব হেঁ হেঁ করে তেড়ে এলেন। কিন্তু, রাজাসাহেব ততক্ষণে লুট্‌টনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন,

'তুমিই আমার রাজ্যের নাম রেখেছ—বেঁচে থাকো—দীর্ঘজীবী হও বাবা!'

পাঞ্জাবী পালোয়ানদের মধ্যে চাঁদ সিং তখন চোখ মুছছে। রাজাসাহেব লুট্‌টনকে পুরস্কার দিলেন—আর নিজের রাজসভায় তাঁকে সর্বক্ষণের জন্যে রেখে দিলেন। এরপর থেকে লুট্‌টন 'রাজার পালোয়ান' হয়ে গেল। রাজাসাহেব ওকে লুট্‌টন বলে ডাকতেন না। লুট্‌টন সিং নামে ডাকতেন।

রাজ-পন্ডিতেরা মুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হুজুর, ও জাতে দুসাদ - শুয়োর চরিয়ে বেড়ায় আর আপনি সিং বলছেন?'

ম্যানেজার সাহেব ছিলেন জাতিতে রাজপুত। তিনি বললেন, 'হুজুর—এটা অন্যায়।'

রাজাসাহেব সবার কথা শুনে একটু হেসে বললেন, 'ও তো কাজ করেছে ক্ষত্রিয়ের মতো।'

এইভাবে লুট্‌টন সিং পালোয়ানের নাম দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। ভাল খাওয়া-দাওয়া আর কসরৎ। দুই-এক বছরের মধ্যে লুট্‌টন ওখানে যত নামী পালোয়ান ছিল, তাদের এক এক করে হারিয়ে দিল।

ওই এলাকায় কালা খাঁ পালোয়ানের সঙ্গে কেউ

এঁটে উঠতে পারত না। লোকের ধারণা ছিল, ল্যাঙট এঁটে কালা খাঁ তাড়া করলে, বিপক্ষের পালোয়ানের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই কালা খাঁ-কেও লুট্‌টন হারিয়ে দিল। এরপর, অন্য কোনো পালোয়ান তার সঙ্গে আর লড়তে চাইত না।

লুট্‌টন এবার রাজ দরবারের পালোয়ান। সবাই ওকে দেখতে আসে। চিড়িয়াখানার খাঁচায় আটকান বাঘ ডাকে: হালুম! সবাই ভাবে 'রাজার বাঘ' কথা বলছে।

ঠাকুরবাড়ির কাছে এসে পালোয়ান বলে: 'মহাবীর!' লোকে বোঝে, পালোয়ান কথা বলছে।

পালোয়ান মেলায় আসে লম্বা পাঞ্জাবী পরে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে। হাতির মতো হেলতে-দুলতে সারা মেলায় ঘোরে। মিষ্টিওয়ালা হাঁক দেয়, 'পালোয়ান কাকা! তাজা রসগোল্লা বানাচ্ছি—একটু খেয়ে যাও।'

পালোয়ান বাচ্চা ছেলের মতো সরলভাবে হাসে, 'দেবে—তা দাও দেড়-দু'সের।' বলেই সে বসে পড়ে। তারপর সের দুই রসগোল্লা খেয়ে, মুখে আট-দশটা পান গুঁজে, ঠোঁট লাল করে মেলায় ঘুরে বেড়ায়।

মেলা থেকে ফেরার সময় ওকে আজব দেখাত। চোখে রঙিন চশমা। হাতে খেলনা। মুখে পেতলের বাঁশি। পিঁ পিঁ করে 'সিটি' বাজাতে-বাজাতে, হাসতে-হাসতে সে দরবারে ফিরত। চেহারাটা অত বড় হলে কী হবে। মন ছিল একেবারে বাচ্চাদের মতো।

কুস্তির আখড়ায় ঢোলের আওয়াজ শুনলেই লুট্‌টন নেচে উঠত। কিন্তু ওর সঙ্গে লড়ার কেউ ছিল না। কেউ লড়তে চাইলেও রাজাসাহেব তাকে অনুমতি দিতেন না। এই জন্যে, লুট্‌টন হতাশ হয়ে ল্যাঙট পরে, সারা শরীরে ধুলো মেখে ষাঁড় কিংবা মোষের মতো মাটিতে গড়াগড়ি খেত। রাজাসাহেব ওর কীর্তি দেখে হাসতেন।

এইভাবে পনেরো বছর কেটে গেল। পালোয়ানকে কেউ হারাতে পারেনি। এখন, দুই ছেলেকে নিয়ে কুস্তির আখড়ায় যায়। লুট্‌টনের শাশুড়ি আগেই মারা গিয়েছিল। দুই ছেলে জন্মাবার পর বউও মারা যায়। দুই ছেলেই এখন পালোয়ান। ঠিক বাপের মতোই গড়ন। আখড়ায় ওদের দেখে লোকেরা বলাবলি করত, 'এরা বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে।'

দুই ছেলেকেই রাজ দরবারের ভবিষ্যৎ-পালোয়ান

বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ রাজ দরবার থেকেই দেওয়া হতো। রোজ সকালে লুট্‌টন ঢোল বাজাত। আর সেই সঙ্গে দুই ছেলেকে কসরৎ করাত। দুপুরবেলায় বিশ্রাম নিতে নিতে সে ছেলেদের বোঝাত: 'ঢোলের আওয়াজ মন দিয়ে শুনবি। আমার গুরু কোনো পালোয়ান-টালোয়ান নয়—আমার গুরু হলো এই ঢোল। ঢোলের আওয়াজ আমাকে পালোয়ান বানিয়ে দিয়েছে। লড়ার আগে ঢোলকে প্রণাম করবি, বুঝলি?' এ ছাড়া, আরও অনেক কিছু বোঝাত। মনিবকে কী করে খুশি রাখা যায়। কার সঙ্গে কেমনভাবে চলতে হয়।

কিন্তু সব একদিন ভেস্তে গেল। বুড়ো রাজাসাহেব মারা গেলেন। রাজকুমার নতুন রাজা হলেন। ভার নিয়েই সব অদলবদল করতে লাগলেন। আখড়া তুলে দিলেন। সেখানে ঘোড়ার আস্তাবল তৈরি হলো। পালোয়ান আর তার দুই ছেলের খাওয়া খরচ অনেক। রাজকুমার ও ম্যানেজার সেই খরচ দিতে হিমসিম। তাঁরা পালোয়ানকে জবাব দিলেন। রাজ দরবারে ওদের আর দরকার নেই। পালোয়ানকে কিছু বলার সুযোগও দেওয়া হলো না।

ওই দিনই, লুট্‌টন কাঁধে ঢোল নিয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে এলো। ওখানেই থাকতে লাগল। এক জায়গায় গাঁয়ের লোকেরাই ওদের কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দিল। খাওয়া-দাওয়ার খরচও গাঁয়ের লোকেরা দিত। আর লুট্‌টন সকাল-সন্ধ্যায় ঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে ছেলেদের কসরৎ শেখাত। গ্রামের ছেলেরাও এদের সঙ্গে শিখত।

কিন্তু গ্রামের গরিব চাষী-মজুরের ছেলে কী খেয়ে কুস্তি লড়বে? ফলে, পালোয়ানের কুস্তির আখড়া ফাঁকা হতে লাগল। নিজের দুই ছেলেকেই পালোয়ান কুস্তির মারপ্যাঁচ শেখাতে লাগল। সারা দিন দুই ছেলে মজুরি খেটে যা পেত, তাই দিয়ে দিন কেটে যেত।

আচমকা গ্রামে বিপদ এলো। বৃষ্টি হয় নি। সব দিকে খরা। লোকে খিদের জ্বালায় ছটফট করতে লাগল। তার ওপর শুরু হলো ম্যালেরিয়া। একেবারে মহামারি। খিদে আর মহামারিতে বহুলোক মারা গেল। প্রত্যেক দিনই মড়ার পাহাড় তৈরী হতো। গ্রাম এইভাবে ফাঁকা হতে লাগল। চারদিকে হাহাকার আর কান্না। দিনের বেলা সবাই সবাইকে সাহস দিত।

রাতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করত। অনেক রাতে, মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে লড়তে যখন কেউ মিইয়ে পড়ত, তখন তাদের শক্তি যোগাত পালোয়ানের ঢোল। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি পালোয়ানের ঢোলে একটিই বোল বাজত: 'চট-ধা, গিড়-ধা-চট-ধা, গিড় ধা—' মানে, চিৎ করে দাও! চিৎ করে দাও!

পালোয়ানের ঢোলের আওয়াজে মানুষ যেন বল পেত। খিদে আর মহামারীর সঙ্গে তারা সমানে লড়ে যেত। ঢোলের আওয়াজ যেন সঞ্জীবনী কোনো ওষুধ। লোকের মনে পড়ত কুস্তির আখড়ার কথা। ঢোলের আওয়াজে অসুখ সারে না। মহামারি থামে না। সবই ঠিক, কিন্তু এই আওয়াজে মরার কষ্ট চলে যায়। লোকে মরতে ভয় পায় না।

পালোয়ানের দুই ছেলে এবার অসুখে পড়ল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওরা বলল, 'বাবা, ওই তালটা বাজাও—'উঠা পটাক দে'—

'চটক্ চট্-ধা, চটক্ চট-ধা-' পালোয়ান সারা রাত ধরে ঢোল পিটিয়ে চলল। মাঝে মাঝে মুখে পালোয়ানি-ভাষায় উৎসাহ দিল, 'সাবাশ! সাবাশ! লড়ে যাও।'

সকালে পালোয়ান দেখল, দুই ছেলে মরে পড়ে আছে। দু'জনেরই পেট ঢুকে গেছে। একজন আবার মরার আগে দাঁতে একটু মাটি রগড়ে নিয়েছে। পালোয়ান হাসল, 'দুই বাহাদুর চিৎ!'

সেইদিন পালোয়ান রাজাসাহেবের দেওয়া রেশমি ল্যাঙট পরল। সারা গায়ে ধুলো মেখে কসরৎ করল। তারপর, দুই ছেলেকে কাঁধে নিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। লোকে বলল, 'পালোয়ানের মন ভেঙে গেছে। সাহস চলে গেছে।'

তবুও, পালোয়ান কিন্তু কাঁদল না। বুক চাপড়াল না। রাতে ফের পালোয়ানের ঢোলের আওয়াজ পাওয়া গেল। সেই আওয়াজে লোকে মনে বল পেল। দুঃখী মা-বাবারা বলল, 'দুই ছেলে মারা গেছে, কিন্তু পালোয়ানের হিম্মৎ দেখ। ভেঙে পড়েনি। কলজের জোর একেই বলে!'

চার-পাঁচদিন পর একদিন আর ঢোলের আওয়াজ পাওয়া গেল না। ঢোলের বোল শোনা গেল না।

সকালে দেখা গেল, পালোয়ানের মৃতদেহ 'চিৎ' হয়ে পড়ে আছে। পালোয়ানকে কেউ চিৎ করতে পারে নি। মৃত্যু তাকে চিৎ করেছে। হারিয়ে দিয়েছে।

চোখ মুছে একজন বলল, 'গুরুজী বলতেন, আমি মারা গেলে তোরা আমাকে চিৎ করে চিতায় দিসনি— উপুড় করে দিস। আমি জীবনে কখনও চিৎ হইনি। আর চিতা জ্বালাবার সময় ঢোল বাজাবি তোরা।'

অনেক বছর হলো পালোয়ান মারা গেছে। তবুও কিন্তু গাঁয়ের লোক ওকে ভোলেনি। এখনও, দুঃখী, অসুখে কাবু লোক পালোয়ানের ঢোলের আওয়াজ শোনার জন্যে কান পেতে থাকে।

❑❑

Printed at : Jupiter Offset Works, Shahdara, Delhi-110032